গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু ও শিশিরকুমার মিত্র প্রযোজিত কল্পমিত্রের চিত্রবৈচিত্র্য
সীতা দেবীর
আড়াল
অবলম্বনে
তমসা

প্রদীপকুমার-সবিতা চট্টোপাধ্যায়

অভিনীত—

তমসা

PRONABESH
Calcutta

সহ-ভূমিকায় :— মলিনাদেবী, পাহাড়ী সান্যাল, ধীরাজ ভট্টাচার্য, শিশির মিত্র, দীপক মুখার্জী, অমর মল্লিক, গুরুদাস ব্যানার্জী, অরুণপ্রকাশ, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, চন্দ্রাবতী, ভারতী, পদ্মাদেবী, রাজলক্ষ্মী, সরযূবালা, শেফালিকা, কবিতা, হাসি, শ্যামলী, শিখারাণী, প্রমিলা, মাঃ বিপ্লব, অসিত, তপন প্রভৃতি

কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্তকুমার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখার্জী ও বাঁশরী দে

চিত্রনাট্যে গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ॥ পরিচালনায় বংশী আশ ॥ সঙ্গীতে সন্তো মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশনায় ব্রতীন ঠাকুর ॥ চিত্রশিল্পে দিব্যেন্দু ঘোষ শব্দযন্ত্রে পরিতোষ বসু ॥ রসায়নাগারে আর, বি, মেহতা ॥ সম্পাদনায় নান বসু ॥ তত্ত্বাবধানে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জায় সুধীর দত্ত ॥ পটশিল্পে ক দাসগুপ্ত ॥ অর্কেষ্ট্রায় গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা ॥ আলোক সম্পাতে বিমল দাস ॥

সহকারী : পরিচালনায় সনৎ মিত্র, অমল সরকার ॥ সম্পাদনায় মুকুল ॥ শব্দধারণে সমেন চ্যাটার্জি, জগদীশ ॥ শিল্প-নির্দেশে হীরেন লাহিড়ী ॥ রসায়নাগারে প্রফু মুখার্জি, দুর্গা বসু, মুকুন্দ পাল ॥ রূপসজ্জায় সুরেশ রায়, সন্তোষ নাথ স্থিরচিত্রে সমর ব্যানার্জী ॥ আলোক সম্পাতে অনিল দত্ত, হরিসিং, অন সরকার, শান্তি নন্দী, নবকুমার মান্না, অজিত দাস, শীতল রায় ॥ চিত্রশিল্পে দেবেন দে, সুখেন্দু দাসগুপ্ত ॥ ব্যবস্থাপনায় শিশির বক্সী ॥

ইস্টার্ণ টকীজ স্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইস্টার্ণ টকীজ ল্যাবোটরিজে হাউসটোন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একমাত্র পরিবেশক :

বসুমিত্র (ডিষ্ট্রীবিউটিং)

কলিকাতা : মিতালী ফিল্মস (প্রাইভেট) লিঃ

তমসার কাহিনী—

মেয়ের নাম রাখতে মলিনার বাপ-মায়ের ভুল হয়নি। শুধু মলিন নয়, মলিনা রীতিমত কালো। চোখে পড়বার মত কালো, চোখে না-ধরবার মত ত' বটেই।

দেশে গাঁয়ে কালো মেয়ের কপালে কি দুর্গতি লেখা থাকে কারো অজানা নয়। মেয়ের বয়েস বাড়ে পাত্রপক্ষেরা আসে যায়—তাড়াতাড়ি আসে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়। তারা কেউ দ্র ব্যবহার ক'রে কেউ বা অপমানই করে বসে মেয়ের বাপকে। আর সেইসঙ্গে ঘরে বাহিরে লাঞ্ছনা চলে কালো মেয়ের।

পাত্রী দেখতে এসে লোকে বাইরের চেহারাটাই আগে দ্যাখে। নইলে কালো মেয়ের ভেতরে পছন্দ করবার মত, ভালো লাগবার মত হয়ত অনেক গুণই তারা আবিস্কার করত। বিধাতা রূপ দেননি কিন্তু আশ্চর্য্যরকম রুচি দিয়েছিলেন কালো মেয়েকে। গাঁয়ে কারো বাড়ি মেয়ে দেখতে এলে সাজাবার জন্যে আগে ডাক পড়ত মলিনার। কালো মেয়ের রুচি তাদের মেয়েকে রূপসী করে আর রূপ যোগায় বিদ্রূপের খোরাক।

এইভাবেই একদিন গাঁয়ের সেরা সুন্দরী কণককে সাজাতে গিয়েছিল মলিনা। পাত্র স্বয়ং মেয়ে দেখতে আসছে। কণক ডাকসাইটে সুন্দরী কিন্তু তা হলেও তাকে সাজানো দরকার কেননা পাত্র-ত' যে সে নয়। মস্ত জমিদার বাপ অবর্ত্তমান, একটি মাত্র বৈমাত্রেয় ভাই তাও ছোট। দেবদুর্লভ রূপ নিজের এবং সেই সঙ্গে আশ্চর্য রূপের কার্ত্তিক। সাত জেলার মেয়ে দেখেও পছন্দ আর হয় না—তার চোখে সকলেই কালো। তাই কণককে দেখাবার সময় এমন পাত্রের সামনে মলিনাকে উপস্থিত করলে কি ফল হত তাই নিয়ে গবেষণারও অভাব হল না।

'দ্বাপরে কৃষ্ণে কালো রূপ দেখে রাধিকা মজেছিলেন এবার রাধিকার কালো রূপ দেখে কৃষ্ণ মজবেন—" বললে মুখরা একজনা।

"শুধু মজবেন — নিকষ কালো বলে দুচোখে অন্ধকার দেখবেন —" বললে অন্যজনা এবং মলিনাকে শুনিয়েই। মলিনা

না শুনলে আর মজা কোথায় ?

কথাটা হয়ত মিথ্যে নয় কেননা এমন সুন্দরী কণককেও কালো ব'লে অপছন্দ করে চলে গেল তরুণ জমিদার। মলিনার হাতযশও ম্লান হল তার রূপের বাতিকের কাছে।

দিন যায় কিন্তু বয়সের মেয়ে যে গলার কাঁটা। বারবার অপমান হয়েও তাই হাল ছাড়তে পারেনা কালো মেয়ের বাপ-মা। একদিন মলিনা শুনলো তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। বিয়ে তার কোনদিন হবে স্বপ্নেও ভাবেনি মলিনা—শুনেও তার ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। তার সে-অবিশ্বাস আশঙ্কায় পরিণত হল যখন গায়ে হলুদের দিন জানতে পারল পাত্র আর কেউ নয়—কণককে অপছন্দ করা সেই তরুণ জমিদার! দেবদুর্লভ রূপ যার!! রূপের অমন বাতিক যার!!!

শুভদৃষ্টির সময় সকল আশঙ্কার নিরসন হলে মলিনার মনে। সেই তরুণ জমিদারই বটে, তাঁর দেবদুর্লভ রূপও অটুট শুধু রূপের আর তাঁর প্রয়ো নেই। রূপের বিচার করবার দৃষ্টি আর তাঁর নেই। দৃষ্টি বিধাতা তাঁর কেড়ে নিয়েছেন।

কিন্তু স্বামীর ঘরে গিয়ে নতুন আশঙ্কা দেখা দিল কালো মেয়ের মনে—আশঙ্কা আশঙ্কার চেয়ে বেশি লজ্জা। নামেই সে ঘর স্বামীর নইলে শত্রুপুরীও এর চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুপুরীতে শত্রু আছে কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই নেই, হিংসা আছে কিন্তু স্নেহভজানের শয় নেই শঠতা নেই!

আর লজ্জায় কালো মেয়ে বুঝি মাটিতে মিশে যেতে চায় যখন অমন স্বামীর মুখে শে সে সুন্দরী শুধু সুন্দরী নয় ডাকসাইটে ডানাকাটা পরী!

বৈমাত্রেয় ভাইয়ের শঠতা ও শয়তানির এ শুধু একটা সামান্য নিদর্শন!

কালো মেয়ের অসহায় স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্খনী একজন ছিলেন শত্রুপুরীতে—তিনি স্বামীর সহোদরা। কিন্তু বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসার পর শত অনুরোধ প্ররোচনাতেও মুখ খোলেন নি কখনো। সহদরের বৌকে আশীর্বাদ করতে এসেছি তিনি, কিন্তু রূপ দেখে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আশীর্বাদ।

কিন্তু এ শত্রুপুরীতে তাঁর আশীর্বাদই যে মলিনার সর্বাগ্রে দরকার। সে আশীর্বাদ এব অযাচিত এল যখন স্বামীর মন থেকে দৃষ্টিহীনের সকল দুঃখ নিঃশেষে মুছিয়ে দিতে প কালো মেয়ে। স্বামীর দৃষ্টিহীনতা কালো মেয়ের জীবনে পরম সৌভাগ্য হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু এ সৌভাগ্য বুঝি ক্ষণস্থায়ী! ভাগ্যহীনার কপালে এত সুখ সইবেই বা কেন

পরিচিত এক ডাক্তার বন্ধু ভবেশ এসে উপস্থিত চোখের চিকিৎসার নতুন খবর নি বিদেশী বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চোখের চিকিৎসা করবার জন্য স্বামীকে নিয়ে কলকাতা র

হল মলিনা। সেখানে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যাকা ঘনঘটা বুঝি উপস্থিত হল কালোমেয়ের।

চোখের চিকিৎসার খবরে টনক নড়ল বৈমাত্রের ভাইয়ের। তার নতুন শয়তানিতে বিপদ দেখা গেল চোখের চিকিৎসার। আর সেইসঙ্গে কালোমেয়েকে এ-জ্ঞান বারবার দিতে লাগল সে—যে স্বামীর চোখ পাওয়ার চেয়ে যাওয়াই তার পক্ষে মঙ্গল পরামর্শ দিলে সে। "চোখে ওষুধের বদলে"—দু ফোঁটা জল দিলে দাদাও বুঝবে না—আর তুমিও চিরকাল সুখে কাটাবে—। দাদা চোখ ফিরে পেলে তোমার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে!"

বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সবরকম শয়তানি ব্যর্থ করে—ডাক্তারের চিকিৎসায় এবং কালোমেয়ের প্রাণান্ত সেবায় একদিন চোখ ফিরে পেল তার স্বামী। তার স্বামী—র্লভ যাঁর রূপ আর রূপের যাঁর বাতিক! আর চোখ ফিরে পেয়ে চোখ খুলে প্রথমেই তিনি দেখতে চাইলেন তাঁর স্ত্রীকে। দিন যাঁর রূপের বিস্তৃত বর্ণনাই তিনি শুনেছেন—আর আজ দেখবেন!

এই কাহিনীর বাকিটুকুই 'তমাসা' ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়।.................

গান—

(১)

ওগো সুন্দর আজি এলে।
আমার হৃদয় দুয়ারে॥
তব অঞ্জন আঁখি মেলে।
খুঁজিয়া পেলে না আমারে॥
আমার হৃদয় ভরিয়া!
তোমারে রেখেছি ধরিয়া।
আপনি গিয়াছি সরিয়া।
কোথাও পাবে না তাহারে।
শেষে রাখিয়া আঁখি আঁখিতে।
বল দেখিলে সেথা কাহারে।
ওগো তোমায় ধরিয়া রাখিতে।
আঁখি হারালো আলো ছায়ারে॥

(২)

দেখ আজু নাচত নন্দদুলাল।
মণিময় নুপুর কটিপর ঘাঘর
মোহন উড়ে বনমাল॥
দেখ বৃন্দাবন গোপগোপীগণ
নাচত গাওয়ত গোপাল।
তিন্দ্র দ্রিমিকি ধ্বনি তাথৈ তাথৈ শুনি
নৃগধি দ্রিগধি বাজে তাল॥
লহু লহু হাসত মৃদু মৃদু ভাষত
দেখ আব ভাব রসাল।
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
মাতায়ত জগজনে যশোদাকে লাল॥

(৩)

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
পরশে কি সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশন লাগি মোর বাড়ে ব্যাকুলতা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহু পীরিতির সার॥
পুলকে ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

(৪)

আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না
ভালবাসায় ভোলাবো
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো নাগো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো॥

(৫)

আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে
সে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থরাতের
তারার কাছে॥
ললাটে তার পড়ুক লিখা
তোমার লিখন ওগো শিখা বিজয়টিকা
দাওগো এঁকে এই সে যাচে॥
হায় কাহার পথে বাহির হলে বিরহিনী
তোমার আলোক ঋণে করো তুমি
আমায় ঋণী
তোমার রাতে আমার রাতে
এক আলোকের সূত্রে গাঁথে
এমন ভাগ্য হায়গো আমার হারায় পাছে॥

(৬)

মরণরে তুহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ মেঘজটাজুট
রক্ত কমলকর রক্ত অধরপুট
তাপ বিমোচন করুণ কর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান॥
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর
তুঁহুঁ মম মাধব—তুঁহুঁ মম দোসর
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও!
মরণ তু আও রে আও॥

(৭)

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এদেহ সমর্পিনু
দয়া জনু না ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুহি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে সতাগতি পুন পুন
মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গ॥

(৮)

ওঁ গুরুবে নমঃ ওঁ পরমাত্মানে নমঃ
অসৎতমা মৎগমঃ
তমাসামা জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যরমা অমৃতগময়ঃ।

বালক রামকৃষ্ণ

বামনাবতার

PRONABESH MAITI
27 D, B.bonam Ghosh oad
Calcutta - 700040

গল্পাবলী